সময় লাগে বলে একে দীর্ঘস্বর বলে।

আবার অন্য এক ভাবে স্বরবর্ণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর।

★ অ, আ, ই, উ, এ, ও—এই স্বরবর্ণগুলি একটি মাত্র স্বরধ্বনি যোগে গঠিত বলে এদেরকে বলে মৌলিক স্বর।

★ ঐ (ও + ই), ঔ (ও + উ)—এই রকম স্বরবর্ণগুলি একের বেশি স্বরধ্বনি যোগে গঠিত বলে এদেরকে বলে যৌগিক স্বর।

স্বরবর্ণের চিহ্ন

আমরা লেখার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বরবর্ণের পরিবর্তে তাদের বি লিখিত রূপ ব্যবহার করি। যথা—গাড়ি—শব্দটি ভাঙলে কী হবে দেখো—গ্ + আ = ড় + ই = ড়ি = গাড়ি।

এখানে 'আ' স্বরবর্ণটিকে (া) এইভাবে এবং 'ই' স্বরবর্ণটি (ি) এইভাবে লেখা হয়েছে।

'া' বা 'ি'-এর মতো চিহ্নগুলিকে বলে **কার-চিহ্ন**। স্বরবর্ণের এই চিহ্নগুলি জেনে নাও।

স্বরবর্ণ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
কার-চিহ্ন	া	ি	ী	ু	ূ	ৃ	ে	ৈ	ো	ৌ
শব্দে ব্যবহার	আম	দিন	নদী	মধু	কূল	কৃশ	মেঘ	কৈ	গোল	বৌ

ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant)

☆ যেসব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেইসব বর্ণকে বলে ব্যঞ্জনবর্ণ।

বাংলা ভাষায় ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। যথা—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ				কণ্ঠ বর্ণ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ				তালব্য বর্ণ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ				মূর্ধণ্য বর্ণ
ত	থ	দ	ধ	ন				দন্ত বর্ণ
প	ফ	ব	ভ	ম				ওষ্ঠ বর্ণ
য	র	ল	ব	হ	শ	ষ	স	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ		

ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

☆ ক-ম পর্যন্ত, ২৫টি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিভের সামনের দিক কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, ওষ্ঠ, দন্ত কোনো না কোনো অংশকে স্পর্শ করে, তাই এদের স্পর্শ বর্ণ বলে।

☆ শ, ষ, স, হ—এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় মুখ থেকে গরম শ্বাসবায়ু বের হয়। তাই এদেরকে বলে উষ্মবর্ণ।

Prime Merit
Page No.

ৎ, ঃ, ঁ—এই তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ অন্য কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত না হয়ে ব্যবহার হয় না, তাই এদেরকে অযোগবাহ বর্ণ বলে।

Prime Merit

মনে রাখবে ঃ

'ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ'—এই সাতটি ব্যঞ্জনবর্ণ কখনো কোনো শব্দের প্রথম অক্ষর হিসাবে বসে না।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে ড়—ড-এর, ঢ়—ঢ-এর, য়—য-এর এবং ৎ—ত-এর বিশেষ পরিবর্তিত রূপ। আবার ং (অনুস্বর) ম্-এর, ঃ (বিসর্গ) র্ ও স-এর এবং ঁ (চন্দ্রবিন্দু) ন্, ঙ, ম্ বা ং-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

(Syllable)

একা একটি ছোটো